ম্যাসোসিয়েটেড
প্রোডাকসন্সের নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
পথনির্দ্দেশ

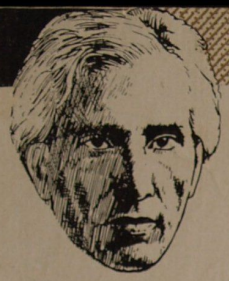

এসোসিয়েটেড প্রডাকসান্স লিঃ এর নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

পথ-নির্দ্দেশ

প্রবর্দ্ধক—যতীন্দ্রনাথ মিত্র

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সারথী

সংগঠণকারীগণ

চিত্রশিল্পী—প্রবোধ দাস, জ্ঞান কুণ্ডু শব্দতরঙ্গানুলেখক—মণি বসু
সুর সংযোজনা—প্রণব দে আবহ সঙ্গীত শিক্ষক—অপরেশ লাহিড়ী
রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষক—অনাদি দস্তিদার অভিনয় শিক্ষক—কালী সরকার
সম্পাদক—সুবোধ রায় ব্যবস্থাপক—খগেন পাঠক
অতিরিক্ত সংলাপ রচনায়—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কানাই বসু
পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত রচনা ও সংকলনে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কানাই বসু
শিল্প নির্দেশক—সুনীতি মিত্র, অরুণ বসু, পটচিত্রাঙ্কনে—রামচন্দ্র সোও
মঞ্চ গঠনে—ভোলানাথ ভট্টাঃ, মণি পাঠক রূপসজ্জা—মদন পাঠক, ধীরেন দত্ত
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—পঞ্চানন নন্দন আলোক নিয়ন্ত্রক—নগেন মল্লিক
স্থির-চিত্র-শিল্পী—রবীন দত্ত

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় ও ধারারক্ষণায়—নির্মল মিত্র, সুনীল বসু, সুনীল দাশগুপ্ত,
প্রফুল্ল বোস
চিত্রশিল্পে—চিন্ময় ঘোষাল, জয় মিত্র শব্দানুলেখনকার্যে—কার্ত্তিক পাঠক
চিত্রপরিস্ফুটন ও মুদ্রণ কার্যে—বলাই ভদ্র, তারাপদ চৌধুরী,
অবনী মজুমদার, সত্যেন বসু
আলোক নিয়ন্ত্রণে—শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল শীল, যাদব সেন, নিতাই শীল
সুকুমার বিশ্বাস, হরেকৃষ্ণ, হরিহর।
প্রচার—ফণীন্দ্র পাল

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী

স্বামীর মৃত্যুর পরে নিরাশ্রয়া সুলোচনা কুমারী কন্যা হেমনলিনীর হাত ধরে যখন গ্রাম ছাড়লেন, তখন তিনি জানতেন, সংসারের আর কোথাও না হোক, অন্তত একটি জায়গায় তাঁর আশ্রয় আছেই। তাঁর সইয়ের ছেলে গুণেন্দ্র কখনো তাঁদের ঠেলে দিতে পারবেনা।

মানুষ চিনতে ভুল করেননি সুলোচনা। যে মুহূর্তে গুণেন্দ্রের কোলকাতার বাড়ীতে তাঁরা পা দিলেন, সে মুহূর্তেই ছেলেবেলার সইমাকে আপন মায়ের মতোই গুণেন্দ্র কাছে টেনে নিলে।

সুলোচনা রইলেন সংসারের দায়িত্ব নিয়ে আর গুণীর সমস্ত ভার তুলে নিলে হেমনলিনী। মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনে চললেন সুলোচনা। একদিন যদি এদের দুটি হাত একসঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়—

এমন সময় যেন নীল আকাশ ছুঁড়ে বজ্র পড়ল। সুলোচনা জানলেন, গুণী ব্রাহ্ম হয়েছে। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা এক মুহূর্তে—সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন—সমস্ত স্বপ্ন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। গুণেন্দ্রকে তিনি জানালেন, এবার হেমের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ যেন একটা নতুন সত্য আবিষ্কৃত হল গুণেন্দ্রের কাছে। ধর্ম, সমাজ, সংস্কার! না হেমনলিনী তার কেউ নয়।

মাথা নত করে গুণেন্দ্র বললে, আচ্ছা মা, তাই হবে।

হেম কেঁদে বললে, না গুণীদা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবনা—

কিন্তু থাকতে চাইলেই তো থাকা যায়না। হেমকেও একদিন চলে যেতে হোল। গুণীর শূন্য দৃষ্টির সম্মুখে নবদ্বীপের জমিদার কিশোরী চৌধুরী তুলে নিয়ে গেলেন হেমনলিনীকে।

খাঁটি বনেদী জমিদার কিশোরী চৌধুরী। নিজের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করার অভ্যাস তাঁর নেই।

কোলকাতার বিবি মেয়েকে কেমন করে শায়েস্তা রাখতে হয়, তা তিনি জানেন।

বিরোধ বাঁধল ফুলশয্যার রাত্রেই। স্বামীর সংসার হেমের কাছে হয়ে দাঁড়াল কণ্টক শয্যা।

নিন্দা—কুৎসা—হীনতা। এরই মাঝখানে একদিন সুলোচনা এসে উপস্থিত হলেন মেয়ের সংসারে। অশান্তি বাড়ল বই কমলো না। সমস্ত দুঃখ বেদনার মধ্যে হেমনলিনী শুধু একজনের কাছে পেল তার আশ্রয়। সে বাল বিধবা সাধনা।

হেম চলে যাওয়ার পর সব ফুরিয়ে গেছে গুণীর। কিন্তু কাকেই বা বলবে—কেই বা বুঝবে সে কথা!

এর মধ্যে কঠিন ব্যাধি নিয়ে কোলকাতায় ফিরে এলেন সুলোচনা। অসুস্থতার ভিতরে সুলোচনা বুঝতে পারলেন, ধর্ম আর সংস্কারের মোহে শুধু হেমনলিনীকেই তিনি ব্যর্থ করে দেননি—গুণীর জীবনের সমস্ত আলোও তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু সেজন্য এতবড় শাস্তি কি পাওয়া উচিৎ ছিল তাঁর? বিয়ের একটি বছর পূর্ণ হতেই হেম বিধবা হয়ে গুণীর কাছে ফিরে আসবে—এতবড় অভিশাপ কি তিনি কল্পনা করেছিলেন?

শেষশয্যা নিলেন সুলোচনা। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে অনুতপ্তা মা নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে গেলেন।

হেম চলে গেল পুণ্য তীর্থ বারানসীতে অনাথা বিধবার একমাত্র আশ্রয়স্থল চিত্ত সংযমের সন্ধানে। একদিন ঝড়ের রাতে এল কর্তব্যের আহ্বান। হেম ফিরে এল কোলকাতায়। গুণী মৃত্যু পথযাত্রী। কিন্তু অফুরন্ত সেবায়—কল্যাণ স্পর্শে নবজীবন লাভ করল গুণেন্দ্র। ভাবল সকল বাধার বুঝি অবসান হোল।

কিন্তু আছে বইকি বাধা। নির্মম নিশ্চল সেই বাধা। সমাজ-সংস্কার। বিধবার নির্মমদায়িত্ব।

অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হেম জলে মরছিল অসহ্য যন্ত্রণায়। তাই গুণীর একটি দুর্বল মুহূর্তের একটি সামান্য ইঙ্গিতেই সে যেন বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়ল।

—আমি জানি গুণীদা, তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও! তোমার এখানে আমি থাকব না—এক মুহূর্তেও না—

কিন্তু কোথায় যাবে হেম? কোথায় তার মুক্তি? নবদ্বীপে? কাশীতে? প্রাণের দেবতাকে যে বিসর্জন দিয়ে এল—কোন্ দেবতা তাকে দেবে শান্তির সন্ধান—কোথায় পাবে সে "পথ-নির্দ্দেশ"?

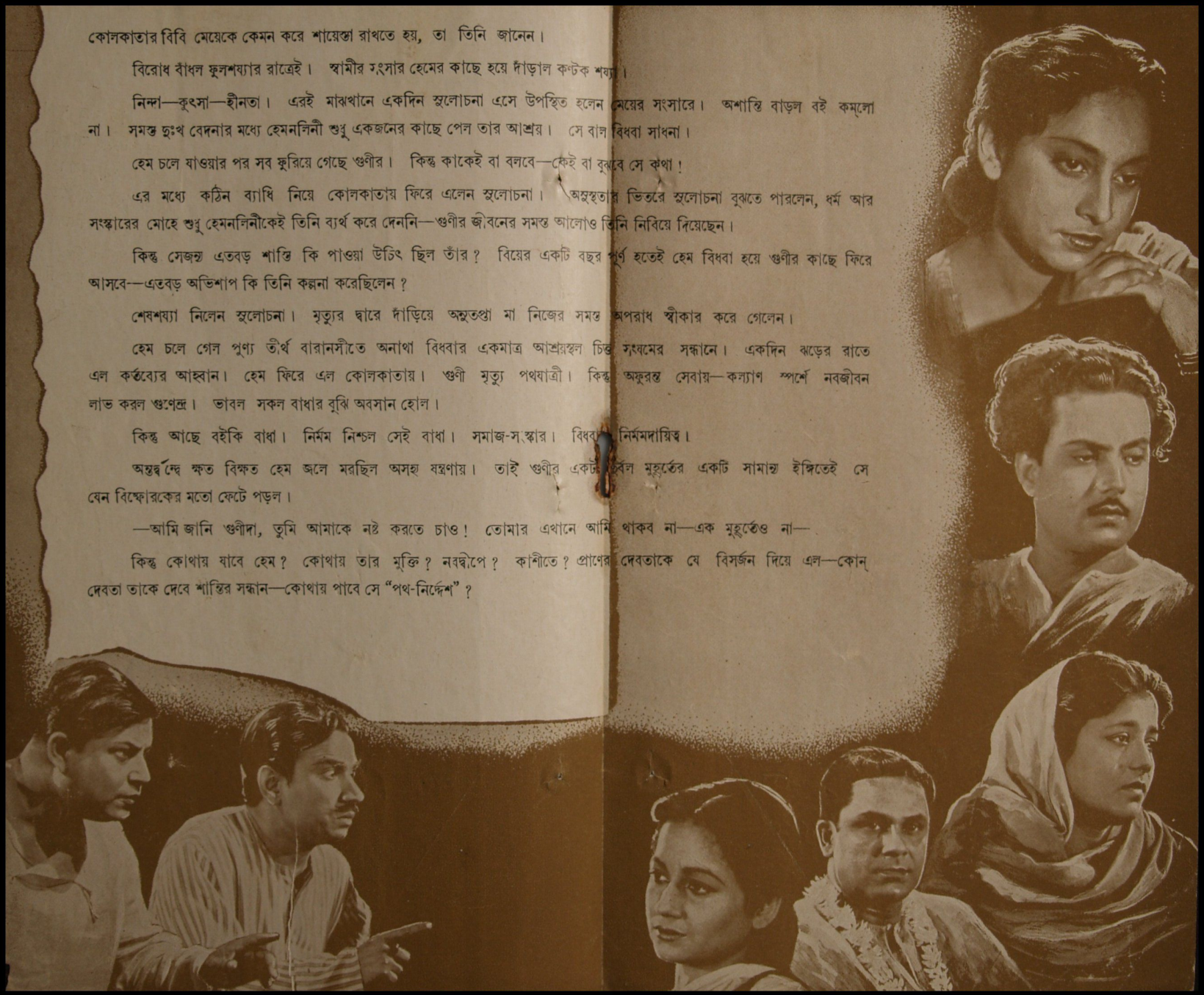

(১)

সজনী সজনী
সুভাগে ছেল আজি ভোর
দীরঘ তিমির রাতি অবহু পোহায়ল
পাওল দুঃখ কি ওর।
পরাণ পীতম দিল লিখা
অমল কমল পাতি
লিখিল আপন হাতে
অন্তরে জ্বালল নব-শিখা॥
আখর—পরশমাখা, লিখন জুড়ে আমার প্রভুর
অমিয় হাতের পরশমাখা, পরাণ পেল,
সেই পরশ লভি পরাণ পেল,
অমিয় হাতের পরশ মাখা—
এ চির দুঃখের কপালে
এতেক সুখ কি লিখিল বিধি!
সেই মরমে মারিল চরণে রাখিল
সেই সে গুণের নিধি— !!
আখর—গুণনিধি গো, সে যে পরম দয়াল
গুণনিধি গো, সে যে নিষ্ঠুর দয়াল
গুণনিধি গো, সে যে গুণীই বটে॥

কানাই বসু

(২)

দেবতার পায়ে কাঁদে আজি ফুল
ধূলার ধরণী তরে,
দেব দেউলের পাষাণ হৃদয়ে
আপনি ঝুরিয়া মরে।
রূপের প্রদীপে মেলিল যে দল,
মাধবী পবনে হোলো সে উতল,
বিফল পিয়াসা মিটিল না হায়—
অরূপের নির্ঝরে ধূলার ধরণী তরে॥

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে
তেম্‌নি ক'রেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙ্গিনাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে
হারায়ে পাই ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে॥

রবীন্দ্রনাথ

(৪)

(আমি) তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জাননা, আমি তোমায় পেয়েছি অজানা সাধনে।
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুল গন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জাননা, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে॥

তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত বসন্তে, সুদূর দিগন্তে,
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে॥

রবীন্দ্রনাথ

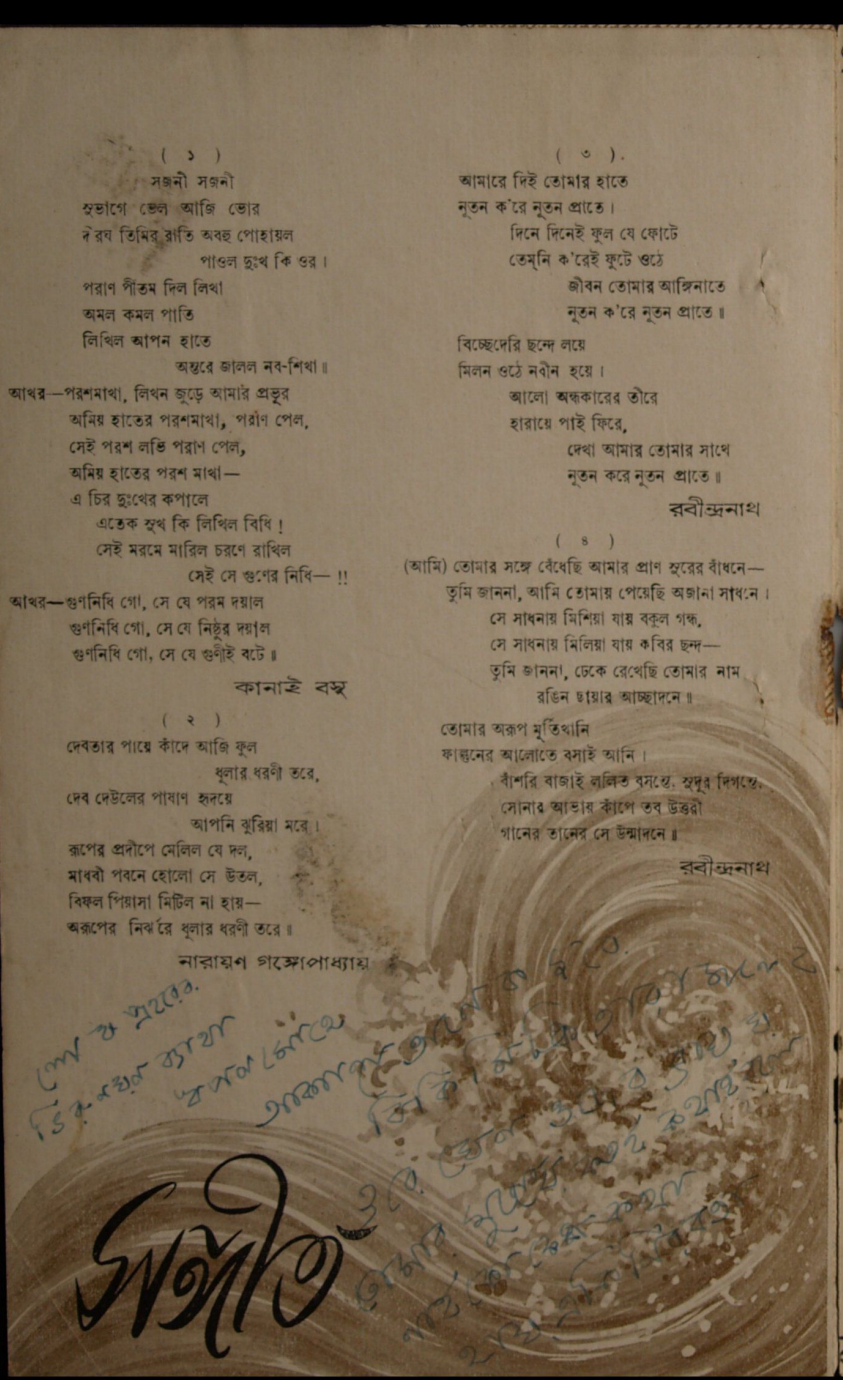

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্রীচরণদেব চৌধুরী, শ্রীধীরেন সাহা, শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যায়,
শ্রীবটবিহার বসু, শ্রীবীরেন বসু, শ্রীমতী রমা বসু,
শ্রীসুকৃতিশ্বর ভট্টাচার্য্য, মেদিনীপুর বুক এজেন্সি

কুশীলবগণ

গুণেন্দ্র—বীরেন চট্টোপাধ্যায়	হেমনলিনী—সুমনা ভট্টাচার্য্য
সুলোচনা—মনীষা ঘোষ	নন্দ—খগেন পাঠক
মানদা—ঊষা দেবী	কিশোরী—শিশির বটব্যাল
মুরারী—জীবেন বসু	সাধনা—অমিতা বসু
গুরুদেব—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	ঘটক—ভানু বন্দোপাধ্যায়
ঠানদি—মনোরমা দেবী	মাসীমা—তারা ভাদুড়ী
অভয়—অজিত চট্টোপাধ্যায়	ডাক্তার—ডাঃ শৈলেন বন্দোপাধ্যায়
নায়েব—সন্তোষ দত্ত	পাচুর মা—নিভা দেবী

রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অমল রায়চৌধুরী, নকুল দত্ত, অমূল্য সান্যাল,
ভানু রায় প্রভৃতি।

আর, সি, এ, ফটোফোন যন্ত্রে শব্দ গৃহীত।

— রবীন্দ্র সঙ্গীত —

আমারে দিই তোমার হাতে
তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

নিউ থিয়েটার্স প্রমুখ বিশিষ্ট চিত্রপ্রতিষ্ঠানের বাঙলা ছবি :

প্রাইমার পরিবেশনে

— চিত্রভারতীর —

ভোর হয়ে এল

প্রণতি • অভি • শোভা সেন

পরিচালনা : সত্যেন বসু

কাহিনী : সলিল সেনগুপ্ত

এম, এল, বি-প্রোডাকসন্সের

ভোলা মাষ্টার

চতুরঙ্গের

পূর্ণ-দৈর্ঘ্য

হাসির ছবি

এস-বি-প্রোডাকসন্সের

রাঙা-মাটি

চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য্য

পরিচালনা : নীরেন লাহিড়ী

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

মূল্য ৵০ দুই আনা